A HEAP OF DUST.

শ্রীমতী জ্ঞানেন্দ্রমোহিনী দত্ত বিরচিত

"I liken thy outgoing, O my book,
To the impatience of a little brook,
Which might with flowers have lingered pleasantly,
Yet toils to perish in the mighty sea."

Trench.

CALCUTTA:
PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS.

1894.

সামান্য স্নেহ-উপহার

মা আমার !

আজি এই উপহার কমল-চরণে,
রাখিতেছি সুগভীর স্নেহরাশিসনে ॥
অযোগ্য অসার বলে,
এনেছি চরণ-তলে,
ক'দিন জগত আর রাখিবে যতনে ?
উড়ে যা'বে ধূলিসম সংসার-কাননে ॥
অনুরোধ করিব না রাখিতে, মা, তুলে !
রাখিতে ইহারে তব স্মৃতি-নদী-কূলে ॥
রেখো শুধু রাঙ্গা পায়ে,
চিরদিন সুখী হ'য়ে,
আয়াস সফল মম, ভাবিব তা'হ'লে ।
ধূলিরাশি ধূলিসম র'বে পদতলে ॥

সূচীপত্র।

ধূলিরাশি।

নিশীথ সময়।

শোভিছে তারকারাজি বিমল আকাশে
উজলিয়া নিজ নিজ কিরণ প্রকাশে ॥
হয়েছে অধিক রাত্রি নিদ্রাদেবী আসি।
সকলের ঘরে ঘরে প্রবেশিছে হাসি ॥
নিবিড় নীলাভ বাস পরেছে ধরণী।
নিদ্রিত হয়েছে এবে যত জন প্রাণী ॥
কেবল পেচক-রাজ চীৎকারে গম্ভীরে।
আতঙ্কে পৃথিবী এবে দাঁড়ায়ে আঁধারে।

প্রভুর মহিমা সবে দরশন করে।
ধন্যবাদ না করিয়া কে থাকিতে পারে॥
তোমার চরণে পিতঃ করি ধন্যবাদ।
রক্ষা কর এ দাসীরে করি' আশীর্ব্বাদ॥

উষা।

প্রভাত হইল,
অমনি ফুটিল,
শত শত ফুল,
কানন-মাঝে ।
প্রকৃতি সুন্দরী,
শ্বেতবাস পরি',
প্রকাশিল ধীরি,
অবনী-মাঝে ।
ধরা আলোকিত,
পাখী পুলকিত,
গায় সুললিত,
অপূর্ব্ব গান ।

পরম পিতার,

মহিমা অপার,

করিছে প্রচার,

ধরিয়ে তান॥

শর্ব্বরী।

আসিল শর্ব্বরী সতী নীরব হইয়ে,
তারকার মালা গলে,
শশধর লয়ে ভালে,
নামিল ধরায় নিশা সুচারু হাসিয়ে॥
প্রকৃতি নিস্তব্ধ এবে,
নিদ্রিত মানব সবে,
হাসিছেন নিশাদেবী মাখিয়ে জোছনা।
সরোবরে কমলিনী,
ম্লানমুখী বিষাদিনী,
কাটাইছে নিশাভাগ কাঁদিয়ে ললনা॥
কম্পিত সরসী-নীরে,
স্বীয় প্রতিমূর্ত্তি হেরে,
চন্দ্রমা হাসিছে আজি পুলকে মাতিয়ে।
শশীর কিরণ দেখি,
পাখীকুল হ'য়ে সুখী,
কলরব করে সবে প্রভাত ভাবিয়ে॥

আবার নীরব হ'য়ে,
প্রণমি সে দয়াময়ে,
বারেক উড়িয়া পুনঃ কুলায় পশিছে।
ফুটেছে কামিনী ফুল,
ফুটেছে মালতী ফুল,
বেল জুঁই কত ফুল ফুটিয়ে রয়েছে॥
গন্ধবহ সমীরণ,
বহিতেছে অনুক্ষণ,
ফুলের সৌরভ ল'য়ে বহিতেছে দূরে।
সৌধ অট্টালিকা সব,
অচল হ'য়ে নীরব
বিস্মিত মোহিত হ'য়ে এই শোভা হেরে॥
অগণ্য তারকাগণ,
ছাইয়ে আছে গগণ,
হেরিছে পৃথিবী পানে হাসিয়ে হাসিয়ে।
এসব মহিমা হেরে,
প্রণমি পরমেশ্বরে,
ধন্যবাদ করি তাঁ'রে কৃতজ্ঞ হইয়ে॥

একটি নক্ষত্র।

ঐ যে উজল তারা শোভিছে গগণে।
রঞ্জিছে নীলাভ, ক্ষণে লোহিত, বরণে॥
এমন সুদৃশ্য তারা কভু নাহি দেখি।
বারেক হেরিলে নারি ফিরাইতে আঁখি॥
আঁধার নিশিতে কিবা করে ঝক্‌মক্।
ভ্রম হয় গগণেতে জ্বলিছে হীরক॥
কিন্তু হায় প্রভাতেতে দেখা নাহি যা'বে।
ঊষা আগমনে, হায়, সকল(ই) মিলা'বে॥
যখন হও গো তুমি ওখানে উদয়।
তখন যে নবভাব মোর মনে হয়॥
তখন উথলে হৃদে আনন্দ-লহরী।
উদিলে না হেরে তো'রে থাকিতে না পারি

শোভিছে তারকাশত তব চারি ধারে।
সকলেই সুখী হয় যে তো'রে নেহারে॥
বিমল-গগণ-মার্গে তোমার প্রবাস।
হেরিছ ওখান হ'তে পৃথিবী-নিবাস॥

সন্ধ্যা।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা'গত কি সুন্দর শোভা।
স্বর্ণবর্ণ মেঘগুলি,
চলে যেন পাখা তুলি',
দ্রুতগতি যায় চলে প্রকাশিয়ে আভা॥

একটি তারকা শোভে গাছের আড়ালে।
নীল গগণের মাঝে,
একটি তারকা রাজে
কি অপূর্ব্ব শোভা আজি গগণের কোলে

একে একে কত তারা গগণে প্রকাশে।
জ্বালিল প্রদীপ এবে,
সুরবালাগণ সবে,
রৌপ্যময় দীপ কত জ্বলিল আকাশে॥

হাসি' দেখা দিল শশী গগণের মাঝে।
শশীর বিমল আলো,
চারি-দিকে প্রকাশিল,
অগণ্য তারকা-মাঝে চন্দ্রমা বিরাজে॥

সন্ধ্যা।

কিবা মনোহর, পর্ব্বত উপর,
পড়িয়াছে আধ সায়ং ছায়া।
পর্ব্বত-আড়ালে, তপন লুকালে,
আঁধারে ঢাকিল ধরণী-কায়া॥

রজনী আসিল, ধরণী পরিল,
অতি মনোহর নবীন বাস।
অর্দ্ধ চন্দ্র ধীরে, পর্ব্বত উপরে,
হাসিয়া হাসিয়া হ'ল প্রকাশ॥

ধীরে সন্ধ্যা কোলে, পর্ব্বত আড়ালে,
উকি ঝুঁকি মারে সাঁঝের তারা।
ধীরে ধীরে ধীরে, দুই তিন ক'রে,
সমস্ত গগণে ফুটিল তারা॥

শশাঙ্ক নবীন, হ'ল তেজোহীন,
ঢলিয়া পড়িল পর্ব্বত'পরে
আবার এখন, নূতন বসন,
পরিল ধরণী আনন্দভরে ॥

পূর্ণিমা নিশা।

পূর্ণিমার শশী, পর্ব্বতশিখরে,
কোলেতে লইয়া সাঁঝের তারা।
ঢালিছে নীরবে, ধীরে ধীরে ধীরে,
বিমল রজত-কিরণ-ধারা॥

নীরবে একটি ক্ষুদ্র জলস্রোত,
আপনা ভুলিয়ে বহিয়ে যায়।
মহানন্দে আজি হাসিছে জগত,
বহে মৃদু মৃদু মলয় বায়॥

ক্রমশঃ হইল, গভীর রজনী,
বিদায় হইল সাঁঝের তারা।
মনোহর বাস পরিল যামিনী,
প্রভাহীন হ'ল সকল তারা॥

একাকী চাঁদিমা গগণের ভালে,
হাসিছে বসিয়ে আপন মনে।
একখানি মেঘ আকাশের কোলে,
ঘুমায় নীরবে তারকাসনে॥

তুলিয়ে মস্তক গগণের পানে,
জোছনা মাখিয়ে শতেক গিরি।
ধন্যবাদ করে হরষিত মনে,
পরম পিতারে পরাণ ভরি॥

ধীরে ধীরে, একি! প্রভাত হইল,
পশ্চিমে চাঁদিমা, সোণার থালা।
অস্তগিরি'পরে ঢলিয়া পড়িল,
বিলীন হইল তারকামালা॥

সূর্য্যোদয়।

উজলিয়া পূরব গগণ,
প্রকাশিল তরুণ তপন ;
　　হেরিয়া নূতন ছবি,
　　পলাইলা উষাদেবী,
নিরখি' সে লোহিত লোচন ॥

ধীরে ধীরে প্রাতঃসমীরণ,
পরশিল মুদিত প্রসূন ;
　　চমকি কুসুমচয়
　　জাগিল কাননময়,
হাসিয়া জাগিল উপবন ॥

হেরে রবি হাসিছে ধরণী,
ঝরিতেছে স্বচ্ছ নিঝরিণী ;
　　আসিয়া নির্ঝর তীরে,
　　পান করে ধীরে ধীরে,
পিপাসিত যত কুরঙ্গিনী ॥

গিরি'পরে বালক তপন,
ছড়াইছে কণক কিরণ ;
স্থবর্ণ বসনে আজি,
সাজিয়াছে তরুরাজি,
স্থখী আজি যত জীবগণ ॥

আনন্দেতে বিহগ নিচয়,
হেরিয়া এ স্থখ-সূর্য্যোদয়,
কাঁপায়ে নীলগগণ,
কাঁপাইয়ে উপবন,
গাহে প্রাতঃ করি স্থখময় ॥

দেখিয়া এ শোভা সমুদয়,
কা'র মন মোহিত না হয় ?
কৃতজ্ঞ অন্তরে আমি,
তাইহে তোমায় নমি,
স্থষ্টিকর্ত্তা প্রভু দয়াময় ॥

অস্তমিত সূর্য্য।

হেরিলাম আজি আমি পর্ব্বত উপরে,
একটী অপূর্ব্ব শোভা মানস-মোহন।
দিবসের শেষে অস্ত যাইতেছে ধীরে,
পরিশ্রান্তকলেবর লোহিত তপন॥

ছড়াইয়ে চারিদিকে স্বর্ণরশ্মিজাল,
অস্তাচলে যায় ধীরে কণক ভাস্কর।
ঈষৎ রক্তিমবর্ণে গগণের ভাল,
সুরঞ্জিত করিয়াছে স্বর্ণ দিবাকর॥

ক্রমে ক্রমে দিবাকর কোথায় যাইল,
ঈষৎ ঈষৎ ধরা অন্ধকার করে'।
পশ্চিমে সাঁঝের তারা প্রকাশ পাইল,
সন্ধ্যা আগমন-বার্ত্তা জানাবার তরে॥

আঁধারে কিছুই আর নাহি যায় দেখা,
আবরিয়া গিরি নদী কানন প্রান্তর,
গোধূলি এখন তা'র তমোময় পাখা ;
বিস্তার করিল ধীরে ধরণী উপর ॥

অতুলধন।

কেমন সুন্দর, সব-দুখ-হর,
  ওরে শিশু তোর সরল মুখ।
হাসরে আবার, হাস একবার,
  দেখে মনে কত উপজে সুখ॥
প্রফুল্ল কমল, তোমার কপোল,
  হাসি হাসি সদা ও মুখখানি।
ইচ্ছা হয় তো'রে, চুমি বারে বারে,
  শুনি আধ আধ তোমার বাণী॥

যবে দুলে দুলে, বসি' মম কোলে,
হাসিতে চাহিয়ে আমার পানে।
যবে ডাকিতাম আদরের নাম,
নাচিতে তখন হরষ-মনে॥
থাক সুখে, বলি, স্নেহের পুতলি,
থাক সুখে মম অতুলধন।
স্নেহের অতুল, গুণেতে অতুল,
সুখে থাক্ তব দেহ ও মন॥

স্বপ্ন।

কিবা মনোহর,
হের সুধাকর,
প্রকাশিয়ে কর,
হাসিছে
নিরমল সুধা, —
চকোরের ক্ষুধা,
বিতরিয়ে সুধা,
হরিছে ॥

সরসে নলিনী,
হ'য়েছে মলিনী,
হাসে কুমুদিনী,
পুলকে।

শশীর কিরণ,
উজলে ভুবন,
সুখী প্রাণিগণ
আলোকে

একটি কুঠরী,
শ্বেত শয্যোপরি,
পরমা সুন্দরী,
কুমারী।

নিদ্রিত রয়েছে,
ঘুমায়ে হাসিছে,
এলায়ে পড়েছে,
কবরী॥

দেখিছে স্বপনে,
যেন একসনে,

বাল্যসখীগণে,
খেলিছে ।
বহুদিন পরে,
সাক্ষাৎ এবারে,
আনন্দ সাগরে
ভাসিছে ॥
বালার আনন,
চাঁদের কিরণ,
করে আচ্ছাদন,
সুখেতে ।
সহসা সুশীলা,
চমকি উঠিলা,
চিন্তা দেখা দিলা,
মুখেতে ॥
ভাঙ্গিল এখন,
সুখের স্বপন,
কোথা সখীগণ,
হায় রে ।

করেছে গমন,
অমর-ভবন,
তবে এ স্বপন,
কেন রে ॥

ভাবিয়ে সকল,
হইল বিকল,
অচেতন হ'ল,
শয্যাতে ।

বালার আনন,
চাঁদের কিরণ,
করে আবরণ,
দুখেতে ॥

নিরাশা দেবী।

একদিন যবে আমি কল্পনার সনে,
বসিয়াছিলাম এক পর্ব্বত উপরে।
প্রকৃতির শোভা হেরে বিমুগ্ধ নয়নে,
আনমনে বসেছিনু ভুলি জগতেরে॥

একে একে কত তারা ফুটিল গগণে,
রজত কুসুম সম শোভিয়া আকাশ।
ছড়ায়ে কৌমুদীরাশি তারা সখী সনে,
ধীরে ধীরে পূর্ণশশী হইল প্রকাশ॥

সহসা সে রজনীর স্তব্ধতা ভেদিয়া,
মধুর বীণার ধ্বনি পশিল শ্রবণে।
মাঝে মাঝে ধীরে ধীরে যাইছে মিশিয়া,
আবার মধুর স্বর উঠিছে বিমানে॥

চকিত অন্তরে শুনি, উঠিনু তখনি,
নামিলাম ত্বরা করি ত্যজিয়া ভূধর।
নাহি জনরব, ঘোর গভীর রজনী,
অদূরে পর্ব্বত হ'তে ঝরিছে নিঝর॥

ছুটিলাম আমি সেই নির্ঝরের তীরে,
হেরিলাম যাহা, আঁখি না পারে বর্ণিতে।
দাঁড়ায়ে রহিনু রাখি, স্তম্ভিত অন্তরে,
কম্পিত, শীতল হাত কল্পনার হাতে॥

চৌদিকে ফুটিয়া আছে বনপুষ্পচয়,
সম্মুখ প্রদেশে বহে স্বচ্ছ নির্ঝরিণী।
মনোহর দেবীমূর্ত্তি নিশীথ সময়,
বাজায় মধুরস্বরে মোহিয়া ধরণী॥

এলা'য়ে পড়েছে ঘন অসিত কুন্তল,
অলস ভাবেতে বসি' বীণা ল'য়ে করে।
বহিতেছে অশ্রুধারা বহিয়া কপোল,
বিষাদের মূর্ত্তি যেন গঠিত প্রস্তরে॥

মলিন-বসনা দেবী, রুক্ষ কেশ-রাশি,
নয়নের কোলে, আহা! কালিমা পড়েছে।
সরল মু'খানি যেন আকাশের শশী,
বিষাদের কাল মেঘে মলিন করেছে॥

নাহিক যতন তার নিজ দেহপ্রতি,
নাহি কোন(ও) অহঙ্কার, রূপের গৌরব।
বাজাইছে ধীরে ধীরে সুমধুর অতি,
অবাক হইয়া শুনে বৃক্ষ গিরি সব॥

অসিত চিকুর'পরে পড়েছে শিশির,
আঁধার গগণে যেন তারকানিচয়।
কমল-আনন-খানি ভাসে অশ্রুনীরে,
একাকী রয়েছে বসি' নাহি কোন(ও) ভয়॥

চাহিনু তখন আমি কল্পনার পানে,
কহিলাম, "কহ সখি, কে এই রমণী।
কেন বা কাঁদিছে হেথা বসিয়া নির্জ্জনে,
বাজাইছে ধীর স্বরে মোহিয়া ধরণী॥"

কহিল কল্পনা সখী মৃদুহাস্য করি,
“যাও তাঁর কাছে তুমি, না করিও ভয় ।
জিজ্ঞাসা করিও তাঁরে অনুরোধ করি,
কহ, দেবি, কে তুমি এ নিশীথ সময় ॥”

চলিলাম ধীরে ধীরে দেবী-সন্নিধানে,
কহিলাম, “কে তুমি গো, অনুরোধ করি ।
কহ মোরে কেন হেথা এ বিজন বনে,
যাপিছ গম্ভীর নিশা অশ্রুপাত করি ॥”

সহসা চমকি দেবী ফিরি মোর প্রতি,
কহিলেন ধীরে ধীরে স্নেহের বচনে ।
“অবোধ মানব তুমি নহে স্থিরমতি,
বুঝিবে কি লাগি আমি আছি এ বিজনে ?”

“একান্ত বাসনা যদি শুনিতে কাহিনী,
শুন মন দিয়া আমি কহি বিস্তারিয়া ।”
কোকিল-কাকলী জিনি কামিনীর বাণী,
পশিল শ্রবণে মম মানস মোহিয়া ॥

" এই যে কুসুমচয়,
" করি বন আলোময়,
" ফুটিয়া রয়েছে হের শির নত করি।

" ইহারাই সখী মম,
" ভালবাসি প্রাণ সম,
" ইহাদেরি কাছে আসি প্রতি বিভাবরী॥"

" জান না যে নাম মোর,
" জানে সর্ব্ব চরাচর ?
" নিরাশা আমার নাম শুনরে মানব।

" সর্ব্ব গৃহে বাস করি,
" নিশীথে এ বনে ফিরি,
" নিদ্রার কোলেতে যবে অচেতন ভব॥"

" নিদ্রা যবে আসে ধীরি,
" তিলেক তিষ্ঠিতে নারি
" পলাইয়া আসি এই তটিনীর তীরে।

" নিরীহ মানবদলে,
" অলীক স্বপনে ভুলে,
" কাটায় সুখেতে নিশা ভুলি নিরাশারে॥"

এত বলি চাহি দেবী,
ক্ষণেক নীরবে ভাবি,
চাহিলেন স্থির নেত্রে কল্পনার পানে।

" যাও যাও ত্বরা করি,
" পোহাইল বিভাবরী,
কহিলেন আরবার " যাও তার সনে॥"

বিনয়-বচনে পুনঃ,
কহিলাম, " দেবি, শুন
" বাজাও বারেক তব মধুর বাজনা।"

হাসিয়া মধুর হাসি,
আলো করি' দশদিশি,
বাজাইল ঝঙ্কারিয়া সুমধুর বীণা।

থামিল বীণার স্বর,
বনদেবী তুলিকর,
আশিস্ করিল মোরে ধীরেতে কি বলি।

আর কিছু নাহি মনে,
ঘুমায়ে পড়িনু বনে,
সকল পার্থিব দৃশ্য নিরাশারে ভুলি॥

সহসা যখন আমি খুলিনু নয়ন,
জানিলাম বসে আছি মাথা রাখি' করে।
পড়েছে মস্তকোপরে অরুণ কিরণ,
একাকী বসিয়া আছি নিরজন ঘরে॥

শান্তিদেবী।

গভীর নীরব নিশি,
পরিশ্রান্ত ধরাবাসী,
সুখের স্বপনে সুপ্ত ধরণীর কোলে।

চাঁদখানি অস্ত প্রায়,
ঈষৎ আঁধারময়,
কালো ছায়া পড়িয়াছে তটিনীর জলে॥

গিরিগণ উচ্চশিরে,
পড়ি'ছে গগণোপরে,
কি লিখিত আছে হোথা তারার আখরে

দিবসের কার্য্য যত,
জাগতিক ক্লেশ শত,
ভাবিতেছিলাম আমি শু'য়ে নিজ ঘরে॥

না পেরে ভাবিতে আর,
অন্তরের চিন্তাভার
ফেলিতে চলিনু আমি তটিনীর কূলে।
সুদূর গগণ পানে,
চাহি' চাহি' আনমনে,
গাহিলাম এক মনে জগতেরে ভুলে॥

" কোথা, সখি কলপনা,
" বারেক বাজাও বীণা,
" নাহি আর তোমা বিনা,
" সুখ-দুখ-ভাগিনী।

" ভালবাসি তো'রে সখি,
" হই যে লো কত সুখী,
" মানস-নয়নে দেখি,
" যবে তোরে সজনি॥

" কাঁপাইয়া মহীধরে,
" ঝঙ্কারি বীণার তারে,
" গাওলো মধুর স্বরে
" অনুরোধ করিলো।

" উঠুক বীণার তান,
" নাচিবে তটিনী-প্রাণ,
" ভুলিবে আমার প্রাণ,
" অসার জগত লো ॥"

গাহিতে গাহিতে অবশ পরাণ,
অলস মাথাটি অবশ কায় ।
দেখিনু ঝকিছে হীরকসমান,
একটি তারকা গগণ-গায় ॥

আচম্বিতে, ওকি, সুমধুরবীণা,
ধ্বনিত হইল গহন বনে ।
চমকিয়া দেখি দেবী কলপনা,
বাজাইছে বীণা মধুর তানে ॥

ফুটিল চৌদিকে কুসুমনিকর,
জলিল দ্বিগুণ তারকা-হাসি ।
বীণার সনেতে গাহিল ভ্রমর
দেববালা বর্ষে মুকুতা-রাশি ॥

সহসা একটি তারা তেজোময়,
আলোকিয়া ধরা বিদীর্ণ হ'লো।
দেখিতে দেখিতে নিশীথ সময়,
সে আলো আঁধারে মিশিয়ে গেল॥

হেরিনু অবাক হ'য়ে,
আমার পানেতে চেয়ে,
একটি রূপসী মেয়ে,
নামিছে ধরাতে।

আসিয়া তটিনী-তীরে,
মৃদু মৃদু হাস্য করে,
বসিলেন ধীরে ধীরে,
আমার পাশেতে॥

মোহিনী মূরতি তার
অসিত কুন্তল ভার,
আকাশের তারা-হার,
জ্বলে কেশোপরে।

কহিল কল্পনা কাণে,
" কি দেখ মোহিত মনে ?
" শান্তিদেবী নাম, জানে
" সর্ব্ব চরাচরে ॥"

পরশিল দেবী মোরে,
কাঁপে অঙ্গ থরথরে,
কহিল মধুর স্বরে,
" নাহি কোন ভয়।"

জানি না সহসা কেন,
সুখের বিজলী হেন,
ঝকিল অন্তরে যেন,
করি' আলোময় ॥

" মম নাম শান্তিদেবী,
কেন, বৎসে, মোরে ভাবি,
অনর্থক দিবানিশি যাপ লো সময়।
অসার জগত বন,
হরষের সম্পূরণ,
মানবের কভু নাহি হয় গো হেথায় ॥

" হেথায় দুদিন তরে,
থাকরে হরষ ভরে,
পরকালে পা'বে শান্তি নাহি তা'র শেষ ॥

জগতে তিষ্ঠিতে নারি,
তারকায় বাস করি,
সেথায় নাহিরে বাছা যাতনার লেশ ॥

" আকাশের প্রান্তে হের,
তারাটি উজলতর,
ওইখানে বাস মম, যাইব ত্বরাতে।

পোহাইল বিভাবরী,
আর ত রহিতে নারি,
যতদিন থাক ভবে রহিবে সুখেতে ॥"

উজলি গগণ-পথে,
শান্তিদেবী ধরা হ'তে,
চলিয়া গেলেন কোথা' নক্ষত্রভবনে।

ক্ষণেক অবাক হ'য়ে,
তারাটির পানে চেয়ে,
মন্ত্র-মুগ্ধ-প্রায় হেরি অনন্ত বিমানে ॥

কোথা' রহিয়াছি, কোথা' কলপনা,
কোথা' শান্তিদেবী, একি রে মায়া ?
আর ত বাজেনা সে মোহিনী বীণা !
একি রে কালের অস্ফুট ছায়া ?

শুইয়া রয়েছি তটিনীর তীরে,
অবশ মাথাটি পাষাণে রাখি ।
প্রাতঃসমীরণ পরশিছে মোরে,
তারাগণ ক্রমে মুদিছে আঁখি ॥

চমকি তখন উঠিনু ত্বরিতে,
নিশা জাগরণে অবশ কায় ।
বুঝিনু রজনী কেটেছে ভ্রমেতে,
পাখীরা তখন প্রভাতী গায় ॥

পিতৃ-মাতৃ-হীনা বালিকা।

আজি এ গভীর গভীর নিশিথে,
কে গাহিছে ওই কিসের গান ?
উদাস অন্তরে নিঝরের সাথে,
মৃদুল মৃদুল ধরেছে তান!॥

এ বিজন বনে এ হেন সময়,
কে দুখিনী গাহে খুলিয়ে প্রাণ ?
গানের একটি একটি কথায়
কেনরে বিঁধিছে বিষাদ-বাণ ॥

ওই যে হোথায় বটতরুতলে,
আঁচল পাতিয়ে কে আছে শুয়ে ?
ভাসিছে মু'খানি নয়নের জলে,
বিরলে গাহিছে একটি মেয়ে ॥

" ত্যজিয়ে সংসার ত্যজিয়ে সকল,
" এসেছি প্রকৃতি তোমার পাশে ।
" জীবনের এই অবশিষ্ট কাল,
" যাপন করিব বিরলে বসে ॥

" জগতের যত যাতনা অসার,
" এড়াইতে আজি এসেছি হেথা ।
" শৈশব সঙ্গিনী বীণাটি আমার,
" ঘুচাইবে মম মরম-ব্যথা ॥

" তোমারে বারিধি, বলিব সকল,
" তোমারি কূলেতে গাহিব গান ।
" তোমারি জলেতে নয়নের জল,
" মিশাব আজিকে খুলিয়ে প্রাণ ॥

" অবশিষ্ট এই জীবন আমার,
" তোমাদের কাছে কাটা'তে চাই ।
" যেদিকে নেহারি সকল(ই) আঁধার
" কিছু দিন তরে দাও গো ঠাঁই ॥

"এই অনুরোধ, জলধি, তোমায়,
"চিরনিদ্রা যবে ডাকিবে মোরে।
"তোমারি তীরেতে ঘুমা'ব হেথায়
"চির শান্তি আসি' ঘেরিবে মোরে॥

"আমায় তোমার ঊর্ম্মিমালা যেন,
"প্রক্ষালন করে আসিয়ে কূলে।
"এ দেহ, জলধি, রাখিও তখন,
"চাপা দিয়ে তব স্নেহের কোলে॥"

আজিও সেথায় আছে জনশ্রুতি,
একাটি একাটি একটি মেয়ে।
পাগলের প্রায় সাগরের প্রতি,
উদাস-নয়নে থাকিত চেয়ে॥

জাহাজ হইতে নাবিক সকলে,
কতবার, আহা, দেখেছে তা'য়।
ডাকে পরমেশে যোড়কর তুলে,
কভু বা নিবিড় বনেতে ধায়॥

এইরূপে যায় দিবসযামিনী,
তখনো তখনো সাগর-কূলে।
বেড়া'ত বালিকা মলিন মু'খানি,
পড়েছে কালিমা নয়ন-কোলে॥

একদা নিশীথে সে গহন বনে,
ডাকিতেছে বালা কাতর স্বরে।
"কোথা দয়াময়! এই শেষ দিনে,
"ও চরণে ঠাঁই দাও হে মোরে॥

"কে আছে আমার এই পৃথিবীতে,
"দুখের দুখিনী হইবে বলে।
"তাই আজি, পিতঃ, বিদরিত চিতে,
"কাঁদিতে এসেছি চরণ-তলে॥

"জীবন-প্রদীপ আসিছে নিবিয়ে,
"জীবনের ফুল পড়িছে ঝরে।
"তাই হে এসেছি কাতর হইয়ে,
"শান্তি-বারি, নাথ, দাও হে মোরে॥"

আচম্বিতে সেই বিজন-বিপিনে,
স্বর্গীয় আলোকে পূরিয়া গেল।
স্বর্গ-দূতগণ নামিয়া সেখানে,
লইয়া তাহারে অদৃশ্য হ'ল॥

যাইবার কালে নাবিকগণেতে,
দেখেছে বালারে দূতের সনে।
তুষার জিনিয়া ধবল বেশেতে,
দূতগণ পাশে হরষ মনে॥

দীপ্ত মুখখানি সুবিমল সুখে
শাদা পাখাদুটি ছড়ায়ে ফেলে।
চলেছে সত্বরে বাড়ী অভিমুখে,
বারেক না চেয়ে আকাশতলে॥

বহুদিন পরে যেমন প্রবাসী,
চিরপরিচিত স্বদেশ হেরে।
নয়নে বিমল আনন্দের হাসি,
বারেক পশ্চাতে চাহে না ফিরে॥

তেমনি বালিকা বহুদিন স'য়ে,
জগতের যত অসার জ্বালা।
সে সব ফুরাল বাড়ীপানে চেয়ে,
তেমনি হরষে চলেছে বালা॥

শান্তি পরিপূর্ণ আজি সে আননে,
হাসিরাশি কেহ দেখেনি তা'য়।
আজি তা'র দেহ এ বিজন বনে,
প্রকৃতির কোলে বিরাম পায়॥

আজিও, হায়রে! জলধি সেথায়,
হুহু শব্দে গায় তাহারি গান।
আজিও নির্ঝর ঝর ঝর বহে,
ধৌত করে তা'র শয়ন-স্থান॥

মা আমার।

প্রাণাধিকা প্রিয়তমা জননি আমার,
স্নেহময় পবিত্র ও কোমল যে মন।
অজ্ঞাতে আঘাত যেন অন্তরে তোমার,
প্রিয়তমা জননি গো, না করি কখন ॥

অকপট অকৃত্রিম তোমার স্নেহ মা,
খুঁজিলেও পাইব না ধরণী-মাঝারে।
তোমার সরল মুখ যখন হেরি মা,
ভাবি চির-সুখী আমি পুলকের ভরে ॥

জীবন-আকাশে মম তারকার সম,
ক্লেশময়-ধরামাঝে আলোক উজল।
কে আছে অবনী-তলে সুখী মম সম,
যখন তুমি মা মম জুড়াবার স্থল ॥

এই চাই প্রাণাধিকা জননি আমার,
যতদিন পৃথিবীতে রহিবে জীবন।
অতৃপ্ত-নয়নে হেরে আনন তোমার,
ভাবিব এ ধরা মম সুখ-নিকেতন।

স্নেহের ভগিনী আমার।

যত দেখি তোরে ভগিনি আমার,
আরো হেরিবারে নয়ন চায়।
চির হাসিমাখা ও মু'খানি তোর,
সুখের বিজলী উজলে তায়॥

শৈশবের হাসি, সেই সরলতা,
এখন(ও) খেলিছে নয়নোপরে।
সেই সে চঞ্চল নয়নকমল,
এখন(ও) নাচিছে পুলকভরে॥

হাস যবে তুমি স্নেহের ভগিনি,
তখন আমার মানসাকাশে।
শতেক তারকা উঠেরে ফুটিয়া,
সুখের বিমল জোছনা হাসে॥

যবে অশ্রুজল বহিয়ে কপোল,
ও বিধু-বদন প্লাবিত করে।
ভ্রম হয় যেন গোলাপকলিকা,
নিষিক্ত হয়েছে নীহার নীরে॥

স্নেহের প্রতিমা, নাহিক উপমা,
চির-স্থখে থাক ইহাই চাই।
যীশুর চরণ ত্যজো না কখন,
তা'হলে স্থখের অভাব নাই॥

মা আমার।

(শুভ জন্মদিন উপলক্ষে।)

মা আমার, দেখ চেয়ে.
স্নেহের কমল ল'য়ে,
সাজাতে এসেছি আজি রাঙ্গা পা দু'খানি

সানন্দে দিতেছি ঢেলে,
কমলে কমল মিলে,
ধরিবে অপূর্ব্ব শোভা সর্ব্বফুল জিনি !

চেয়ে দেখ মা আমার,
তোমার চারিটি ধার,
মেঘহীন শশী-সম শিশুর আনন।

ধরিয়ে মধুর তান,
পিতার মহিমা গান,
গাহে এই সুখ-প্রাতে পুলকিত মন॥

যেমতি বিহগগণে,
ঊষাদেবী আগমনে,
প্রভাতী সঙ্গীতে পূজে পরম পিতায়।

তেমতি, মা. শিশুগণে,
আজি তব জন্মদিনে,
শিশু-কণ্ঠে তাঁর দয়া জগতে জানায়॥

স্নেহময়ি মা আমার!
কি দিব তোমারে আর,
জান ত মা চিরদিন আমি যে তোমারি।

আছি মা তোমারি এবে,
তোমারি রহিব ভবে,
না পোহায় যতদিন জীবন-শর্ব্বরী॥

সংসার-ঝটিকা আসি,
ও কোমল প্রাণে পশি,
দিয়াছে কত না ব্যথা, স'য়েছ সকলি।

করুণ ও আঁখি কোলে,
বিষাদের রেখা ফেলে,
যদিও এখন সব গিয়াছে মা চলি॥

ডাকি যীশু দয়াময়ে,
দিবেন তিনি মা ধু'য়ে,
অশেষ যাতনা তব স্নেহের সাগরে।

তাঁর প্রেমে যতদিন,
জ্বলিবে এ দীপক্ষীণ,
স্নেহের কমলে নিত্য পূজিব তোমারে॥

স্নেহের ভগিনী আমার।

(শুভ জন্মদিন উপলক্ষে।)

ছেলেবেলাকার সাধের কুসুম,
তুলেছি যতন করে'।

প্রভাতী তারাটি মধুর হাসিয়া,
নীলিমার কোল উজল করিয়া,
সুখ-অশ্রুরাশি নীহার ফেলিয়া,
ফুটা'লে তোমার(ই) তরে।
আমি——তুলেছি যতন করে'॥

উষাদেবীসনে প্রভাতে উঠিয়া,
ম্লান জোছনায় মালাটি গাঁথিয়া,
রাখিয়াছি ইহা স্নেহবারি দিয়া,
ভগিনি, তোমার(ই) তরে।
আমি——তুলেছি আঁচল ভরে॥

যতদিন দেহে রহিবে জীবন,
এ শুভ কামনা ভেদিয়া গগণ,
পড়িবে পিতার নমিয়ে চরণ,
যেন——সুখেতে রাখেন তোরে।
তাঁর——থাকিও চরণ ধরে'॥

আয় উষাদেবী হাসিটি লইয়ে,
সাজা এ আনন চির হাসি দিয়ে,
যেন——সরলতা ফুল থাকেরে ফুটিয়ে,
ও মুখ উজল করে'।
আমি——দেখিয়ে যাইব সরে'॥

ভ্রাতার প্রতি স্নেহ উপহার।

(শুভ জন্মদিন উপলক্ষে।)

নীরব জগত-জনে,
নীরব বিহগগণে,
মর্ম্মরিছে পাতা শুধু ঊষা-সমীরণে ;
সুদূর সুনীলাকাশে,
শুকতারা মৃদুহাসে,
ছড়াইছে ক্ষীণ হাসি নিদ্রিত ভুবনে॥

নিশাদেবী সযতনে,
ব্যথিত তাপিত জনে,
দিতেছিল শান্তিবারি নিবা'তে দহন ;

উষা আগমন হেরে,
পলাইল ত্বরা করে,
দুখের সাগরে ত্যজি সান্ত্বনার ধন ॥

যাবার সময়ে পথে,
করুণ নয়ন হ'তে,
পড়েছিল অশ্রুরাশি কানন মাঝারে।
বিমল সে অশ্রুবারি,
সমীর যতন করি,
তৃণমাঝে চাপা দিয়ে রেখেছে কাতরে ॥

উষাদেবী ধীরে ধীরে,
অশ্রুরাশি চুরি করে',
অপূর্ব্ব নীহার হার গাঁথিছে কৌশলে।
জাগাইয়া স্নেহ ভাষে,
বরষিছে আশে পাশে,
সাজা'তে স্বজনী তার, ফুলবালা দলে ॥

এ হেন সময়ে আজি,
পিতার চরণ পূজি,
কৃতজ্ঞ অন্তর মম করিছে প্রার্থনা।
যীশুর চরণ-তলে,
প্রাণের দুয়ার খুলে,
ঢেলে দিই আছে যত মঙ্গল কামনা॥

তোমার(ই) তরেতে ভাই,
তাঁর কাছে ভিক্ষা চাই,
উন্নতির পথে তুমি চলে যাও ধীরে।
পিতার আশিস্ সম,
সরা'য়ে সংসার তমঃ,
চিরদিন শিশু হাসি ঘেরিবে তোমারে॥

চির প্রিয় ভাই মম,
কি আছে তোমার সম,
আজি এ প্রবাসে তোমা' দিব উপহার?

ভক্তি ও স্নেহের ফুলে,
রাখি ও চরণ-তলে,
ল'বে কি যতন করে' ? নাহি কিছু আর ॥

কি আর বলিব ভাই,
তাঁর অগোচর নাই,
কত যে বাসনা প্রাণে না পারি কহিতে।
তোমার(ই) তরেতে তাই,
তাঁর কাছে ভিক্ষা চাই,
সুখে থাক চিরদিন দুখের জগতে ॥

"যোড়া মাণিক।"

তোরা যে আমার স্নেহের মুকুল,
স্নেহের কাননে ফুলের রাশি।
প্রাণের আকাশে উজল তারকা,
উজল ঊষার প্রথম হাসি॥

তোরা যে আমার আদরের ধন,
মম—চির আনন্দের আনন্দ তোরা
ছুটি—ভাই বোন মম পবিত্র কুসুম,
তা'দের(ই) তুইটি মুকুল তোরা॥

সরলতাপূর্ণ সুচারু আনন,
হেরিলে হই যে আপনাহারা।
স্নেহজাল ফেলে নীলিমা সাগরে,
ধরেছি দুইটি উজল তারা॥

চির হাসিভরা সরল আনন,
থাক্ চিরদিন পূরিত সুখে।
তারকা-লাঞ্ছিত উজল নয়নে,
ছায়াহীন জ্যোতি যেন রে থাকে॥

এমনি পুলকে হাসিয়া নাচিয়া,
দুটি—জীবন তটিনী বহিয়ে যাক্।
এমনি অবাধে ও দুটি আননে,
উষার হাসিটি ফুটিয়া থাক্॥

তাই বলি তোরা স্নেহের মুকুল,
স্নেহের কাননে ফুলের রাশি।
তাই বলি মম যতনের ধন,
তোরাই উষার প্রথম হাসি॥

স্নেহের ভগিনী আমার।

(উপহার।)

স্নেহের প্রতিমা মম,
স্নেহ নিদর্শন সম,
আনিয়াছি তোর তরে এই উপহার।
স্নেহের নয়নে হেরে,
লইবে কি সমাদরে,
সাজা'বে কবিতা ফুলে, ভগিনি আমার?

তোর ও বালিকা প্রাণে,
কল্পনার উপবনে,
নূতন আশার কলি এখনো ফুটিছে।

হাসির জোছনা মালা,
সে ফুলে করিছে খেলা,
সুখের নীহার নীর নীরবে ঝরিছে।

কবিতা কানন সম,
ক্ষুদ্র উপহার মম,
স্নেহের ভগিনি তোরে করি রে অর্পণ।
কবিতা মুকুল রাশি,
ছড়াবে মধুর হাসি,
ফুটিবে সুখের ফুল উজলি কানন।

শৈশবের হাসি রাশি,
এখন(ও) রয়েছে মিশি,
তুষার জিনিয়া শুভ্র সরল অন্তরে।
অপূর্ণ বাসনা যত,
মেঘহীন তারা মত,
ফুটিয়া উঠিবে ধীরে তোর চারি ধারে।

উষার আলোক সম,
এ শুভ কামনা মম,
শীতলিবে হৃদি তোর, স্নেহের পরশে।
কুসুম কোমল প্রাণে,
ঢালিবে তারকা গণে,
সুখের শিশির রাশি তোর আশে পাশে

চিরসুখী হেরে তোরে,
যাইতে বাসনা করে,
শান্তির আলোকময় উজ্জ্বল আলয়ে।
কিন্তু এ কামনা মম,
ফুলের সৌরভ সম,
চিরদিন হৃদে তোর রহিবে ঘেরিয়ে॥

ভ্রাতার প্রতি।

(জন্মদিনে।)

ঊর্দ্ধ হ'তে আজি সহস্র ধারায়,
পড়ুক আশিস্ রাশি।
জীবনের পথ করুক উজল,
স্বরগের চিরহাসি॥

আজি শুভদিনে কি আছে আমার,
দিতে ও চরণোপরে।
নাই বলে আজি চাহি বার বার,
ঊর্দ্ধ পানে যোড় করে॥

আছে শুধু চির হৃদয় বাসনা,
স্নেহ-রাশি সাথে তা'রি।
আছে একখানি স্নেহপূর্ণ প্রাণ,
মঙ্গলকামনাকারী॥

প্রভুর চরণে আকুল প্রার্থনা,
করেছি হৃদয় ভরে।
তাঁর ইচ্ছামত হউক সকলি,
জানি যে মঙ্গল ত'রে॥

সম্মুখে তোমার অনন্ত জীবন,
সাথে যীশু চিরাশ্রয়।
আর(ও) কিছু গেলে অঙ্গীকৃত দেশ,
উজল আলোকময়॥

চলে যাও ভাই জীবনের পথে,
কিসের ভাবনা আর?
দুখের জগতে রাখিবেন সুখে,
প্রভু যীশু প্রেমাধার॥

জীবনে তোমার শিশুহাসি রাশি,
থাক্ সদা উজলিত।
যাতনা পাইলে ধু'য়ে দিবে তা'রা,
স্নিগ্ধ জোছনার মত॥

যেমতি তোমার উন্নত হৃদয়,
সকলি মধুর দেখ।
কুটিলতাময় জগতে তেমনি,
এই চাই, সুখে থাক॥

ভগিনীর প্রতি।—জন্মদিন উপলক্ষে।

(কঠিন পীড়ার পর আরোগ্যলাভ করিলে।)

আবার আবার ওই কালের সাগরে,
মিশে গেল একটি বরষ।
ধীরে ধীরে তারকিত পাখা দুটি তুলে,
এল তব জনম দিবস।

অসীম দয়াতে তাঁর, প্রাণের ভগিনি,
সুখদিন আসিয়াছে ফিরে।
নমি তাই দয়াময় চরণ উদ্দেশে,
বার বার কৃতজ্ঞ অন্তরে॥

কা'র আশা ছিল ভাই, আজিকে তোমারে,
ল'য়ে পুনঃ আমোদে মাতিব ?
ভেবেছিনু এ রতন আমাদের নয়,
ধরণীতে আর না পাইব ॥

কত মাস ছিলে শুয়ে যাতনা-শয্যায়,
মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণুতা যেন।
দারুণ যাতনা কত স'য়েছ নীরবে,
আঁখি-জলে ভাসিত নয়ন ॥

ঘোর যাতনার ছায়া সরল আননে,
দেখিতাম নীরবে বসিয়ে।
নিশার আঁধার ভেদি চির দয়াময়ে,
কত বার ডাকিতে কাঁদিয়ে ॥

আঁধার রজনী, যবে জগত ঘুমায়,
নিবু নিবু দীপের আলোকে।
দেখেছি ও আঁখি দুটি স্বর্গপানে চেয়ে,
নীরবেতে পরমেশে ডাকে ॥

কহিতাম, "যীশু, তব ইচ্ছামত হ'ক,"
প্রাণ খানি আকুলতাময়।
"মিশে যাক্ ইচ্ছা মম তব ইচ্ছা সাথে,
চিরাশ্রয়, চির দয়াময়॥"

তাঁ'র(ই) ইচ্ছামত তিনি দিয়াছেন ফিরে,
নিবু নিবু প্রাণ এক খানি।
তাঁহার(ই) কৃপায় আজি পেয়েছি তোমারে,
স্নেহময়ি প্রাণের ভগিনি॥

যীশুর কৃপায় আজি সাজা'ব তোমারে,
ভগিনীর স্নেহের প্রসূনে।
পিতার আশিস্ আজি করিবে উজল,
ক্লেশ-শুষ্ক মলিন আননে॥

রাখি পিতঃ, ও চরণে ভগিনী আমার,
আর যেন মলিন না হয়।
নীরবে নীরবে এই জীবনের স্রোত,
আজ হ'তে যেন বহে যায়॥

সায়াহ্ন শোভা।

কিবা শোভা আজি হের হ'য়েছে গগণোপরে
লোহিত-বরণ মেঘে ছেয়েছে নীল অম্বরে॥

অস্তমিত বিভাকর,
প্রকাশি বিমল কর,
কণক-কিরণ-জাল ছড়ায়েছে তরুশিরে॥

ইচ্ছা করে যাই চলে,
ভেদিয়া ঐ মেঘজালে,
পবিত্র সুখেতে পূর্ণ উজল অমর পুরে॥

আবার গগণ মাঝে,
দেখ মেঘধনু রাজে,
প্রকৃতি পরেছে আজি রতন-কিরীট শিরে॥

প্রতি সন্ধ্যা এই খানে,
আসিয়া হরষ মনে,
প্রণমি সে নির্ম্মাতারে প্রকৃতির শোভা হেরে॥

তাই বলি মন প্রতি,
যীশু অগতির গতি,
তাঁহারে ধরিয়া সুখে যাব সেই স্বর্গ পুরে॥

স্নেহের ভগিনী আমার।

(শুভ জন্মদিন উপলক্ষে।)

চিরদিন সুখে,
হাসি রাশি মুখে,
বরষ কাটিয়া যাক্।

চপল নয়নে,
উজল আননে,
উষার হাসিটি থাক্॥

সম উপহার,
এ চুল আমার,
দিতেছি ভগিনি তোরে

সামান্য এ ফুল,
সরলতা ফুল,
লবে কি যতন করে ?

দূর ভবিষ্যতে,
জীবনের পথে,
হইবে তোমার সাথী।

নীরব ভাষায়,
শুনা'বে তোমায়,
বিগত স্নেহের গীতি।

অযোগ্য এ ফুল,
স্নেহ যে বিপুল,
দিতেছি তাহারি সনে।

অযোগ্যতা বলে,
জগত ভুলিলে,
তুই কি রাখিবি মনে ?

স্বর্গ।

"Holy, holy, holy, is the Lord of hosts: the whole earth is full of his glory." Isa. vi. 3.

"They sung as it were a new song before the throne,**** no man could learn that song." Rev. xiv. 3.

যাইব চলিয়ে, সে সুখ-আলয়ে,
যথায় সুখের নাহিরে শেষ।
আসীন যেথানে, শ্বেত সিংহাসনে,
আমাদের তরে হত যে মেষ॥

পূত প্রবাহিনী, দিবস যামিনী,
গাহে অনন্তের অনন্ত গান।
নীরবে সুদূরে, জগত বাহিরে,
সদাই উড়িতে চাহে এ প্রাণ॥

মেঘ আরোহণে, যথা দূতগণে,
গগণে হীরক প্রদীপ জ্বালে।
স্বর্গদ্বারদেশে, প্রহরীর বেশে,
দাঁড়ায়ে সাঁঝের তারাটি ভালে।

পাপদুঃখ ভারে, ভারাক্রান্ত নরে,
বিরামের তরে তথায় যায়।
দূতগণে এসে, রাজার আদেশে,
পথিকের ভার নামায়ে লয়॥

জগত জানে না, জগত বোঝে না,
এমন পবিত্র নূতন গান।
তখনি হরষে, গায় অনায়াসে,
যীশুর মহিমা ধরিয়া তান॥

স্বর্গদূতগণ, গাহে অনুক্ষণ,
পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু।
সর্ব্বশক্তিমান, তব গুণ-গান,
গাহিবারে শ্রান্ত না হই কভু।

স্বর্গ ভূমণ্ডল, উচ্চ নভস্থল,
তোমার গৌরবে পূরিত সবে।
বিশাল জলধি, সেও নিরবধি,
তোমারি মহিমা গাহিছে ভবে॥

ওহে প্রেমাকর, এই ক্ষীণ স্বর,
অসার অসার অবনী মাঝে।
গাহিবে যখন, শুনিও তখন,
তারকা-খচিত নীরব সাঁঝে॥

অতি ক্ষীণতর, অযোগ্য এ স্বর,
গাহিতে তোমার মহিমা-গান।
জানি আমি তবু, পাপীদের প্রভু,
পাপীদের তুমি আশার স্থান॥

যত দিন রাখ, কাছে কাছে থাক,
যেন আমি তব আলোক পাই।
তব ইচ্ছা মত, শেষ হ'লে পথ,
তোমাতে অনন্ত বিরাম চাই॥

স্নেহ-নিমন্ত্রণ।

" Come unto me, all ye that labour and are heavy lac
and I will give you rest." Matt. xi. 28.

"এস এস পরিশ্রান্ত নিকটে আমার,
আমি দিব বিরাম তোমায়।
এস যত ভারাক্রান্ত ল'য়ে পাপভার.
তৃপ্ত হ'বে তাপিত হৃদয়॥"

কত যে আদরে কত স্নেহ করে',
ডাকিছেন যীশু স্নেহের কোলে।
ত্যজিয়া সংসার মায়ার স্বপন,
এসগো সকলে থেকো না ভুলে॥

গভীর নিশীথে যবে নিদ্রা আসি,
অলীক বিরামে ভুলায় নরে।
তখন(ও) তখন(ও) সেই স্নেহ-স্বর,
ডাকিছে দাঁড়ায়ে হৃদয়-দ্বারে॥

"আমিই সত্যতা, পথ, অনন্ত জীবন,
আমা বিনা নাহি অন্য আর।
অবারিত তব তরে অনুতাপি-জন,
সীমাহীন স্নেহের দুয়ার॥"

বহিছে ঝটিকা? যাক্ না বহিয়ে,
যীশু যে তোমার—কিসের ভয়?
ঘন মেঘরাশি ঢাকিছে তপন?
হৃদয় যে তব আলোকময়॥

সংসার-সাগরে বড় ক্লান্ত মন,
মূরছি পড়িছে অবশ প্রায়?
তরঙ্গলহরী গরজিয়ে ঘোর,
আঘাতিছে বুঝি নিয়ত তা'য়?

উঠুক উঠুক ঝটিকা ভীষণ,
পড়ুক উরমি উরমি' পরে।
ডাকিছেন যীশু সান্ত্বনা-বচনে,
চির পরিচিত স্নেহের স্বরে॥

"এস এস পরিশ্রান্ত, নিকটে আমার,
আমি দিব বিরাম তোমায়।
এস যত ভারাক্রান্ত ল'য়ে পাপভার,
তৃপ্ত হবে তাপিত হৃদয়॥

"এই যে ঝটিকারাশি, নহে নিরাশার,
ধরিয়াছে যাহারা আমারে।
পড়িতেছে আবরিত আশিস্ আমার,
তাহাদের মঙ্গলের তরে॥

"সংসার-সাগরে প্রতি তরঙ্গ আঘাত,
আনে আর(ও) নিকটে আমার।
ধরিয়া রয়েছি তব দুরবল হাত,
আমি সাথে,—কি ভয় তোমার?"

যীশুর শরণ ল'য়েছে যাহারা,
কেহ নহে সুখী তাদের সম ॥
নিবিলেও সব, হবে না নিরাশ,
জানে যে এ পারে সকলি ভ্রম ॥

আছে যে তাঁদের সুখের ভবন,
জীবন নদীর উজল তীরে।
আছে শান্তিময় জুড়াবার স্থান,
ঝটিকা-তাড়িত মানব তরে ॥

আছে সেথা পুণ্য জীবনের জল,
পান করি' হ'বে শীতল প্রাণ।
পিপাসা ও শ্রান্তি পলাইবে দূরে,
গাহিবে যীশুর মহিমা-গান ॥

তখন(ও) নাচিবে সেই উর্ম্মিমালা,
গরজিবে মেঘ আকাশ তলে।
দু দিনের এই দুখময় স্মৃতি,
ডুবিবে অতল বিস্মৃতি জলে ॥

পড়োনা পড়োনা মূর্চ্ছিত হইয়ে,
যীশুর শরণ ল'য়েছ যা'রা।
ক্ষণিকের এই মেঘরাশি হেরে,
হ'য়োনা আতঙ্কে আপনাহারা॥

শুন! শুন! এই অসার জগতে,
ডাকিছেন যীশু করুণাময়।
স্বর্গ-অধিপতি হেন পাপিগণে,
ডাকিছেন,—তবে কিসের ভয়?

"এস এস পরিশ্রান্ত, নিকটে আমার,
আমি দিব বিরাম তোমায়।
এস যত ভারাক্রান্ত ল'য়ে পাপভার,
তৃপ্ত হ'বে তাপিত হৃদয়॥"

অপার্থিব সান্ত্বনা

"I will come again, and receive you unto myself; that where I am, there ye may be also." John. xiv. 3.

"আবার আসিব," আহা! ধন্য এবচন,
প্রভু যীশু গেছেন কহিয়ে।
"আবার আসিব আমি ভবনে আমার,
তোমাদের যাইব লইয়ে॥"

"আবার আসিব," এই দুটি কথামাঝে,
কত অর্থ লুকান র'য়েছে।
শান্তির প্রবাহ এই দুটি কথা লয়ে,
কত প্রাণে বহিয়া গিয়াছে॥

কত যে ব্যথিত প্রাণ এই আশা ল'য়ে,
চেয়ে থাকে স্বরগের পানে।
কবে যে খুলিবে দ্বার, আসিবেন প্রভু,
চিরোজ্জ্বল মেঘ-আরোহণে ॥

চেয়ে থাকে শ্রান্ত আঁখি, আকাশের পানে,
রুদ্ধ কেন তারকিত দ্বার ?
এখন(ও) এখন(ও) কেন না পাই শুনিতে
দূতদের বীণার ঝঙ্কার ?

কত যে দিবস যায় অপেক্ষা করিয়ে,
কতবার আসিছে রজনী।
ভাবে তা'রা সহসা কি পাইব শুনিতে,
শূন্যপথে শত তূরীধ্বনি ॥

সাঁঝের আঁধার যবে ঢাকে এ ধরণী,
আলো ছায়া মিলে পরস্পরে।
পাঠায় একটি দিন চিরতরে যবে,
অতীতের বিস্মৃতি সাগরে ॥

কত যে সুখের হাসি, হরষের গান,
ল'য়ে যায়, ফিরিবে না আর।
কত যে আকুল শ্বাস, হৃদয়বেদনা,
অশ্রুরাশি ঘোর নিরাশার॥

ফিরিবে না, ফিরিবে না, যায়, চলে যায়,
ধরণীর একটি দিবস।
কত আঁখি আনমনে হেরে গতি তা'র,
নাহি দুঃখ নাহিক হরষ॥

এহেন সময় ভাবে কত শত প্রাণ,
এই কিরে প্রকৃত সময়?
সমাপ্ত হবে কি এই জীবন-কাহিনী,
সুখ-রবি হইবে উদয়?

"আবার আসিব," এই আশ্বাস বচন,
মৃদুভাষে আমাদের কাণে।
প্রভুর পবিত্র স্নেহ, দয়া অনুপম,
জানাইছে অনুতাপি জনে॥

জীবন-উৎসের ধারে আমরাও গিয়া,
পরিব সে উজ্জল বসন।
"আবার আসিব," ইহা আমাদের(ও) তরে,
কহেছেন পাপীর রতন॥

সংসার-সমরে কভু পাইও না ভয়,
স্বর্গজাত যীশু-সেনাগণ।
সকল আঘাত হ'তে পিতার আশিস্,
তোমাদের করিবে রক্ষণ॥

যদি গো মূর্চ্ছিত প্রায় ধরণী উপরে,
মনে হয় পড়িব লুটা'য়ে।
"আবার আসিব," এই মধুর বচন,
শান্তি আনি দিবে ও হৃদয়ে॥

পড়িতে পড়িতে তুমি পড়িবে না আর,
স্নেহ-হাত ধরিবে তোমারে।
আতপতাপিত প্রাণ প্লাবিত হইবে,
সুশীতল করুণা-নিঝরে॥

প্রথমে ভাবিবে তুমি ক্ষণেকের তরে,
চারিদিক আঁধার আঁধার।
তখনি জ্বলিবে প্রাণে আলোক-আখরে,
"ভয় নাই, আসিব আবার"॥

এহেন ত্রাতার এই সীমাহীন স্নেহ
ধরণীর দুঃখ-পারাবারে।
সতত ভাসিছে, যেন চাঁদের কিরণ,
এখানেও আমাদের তরে॥

যীশুর চরণ ধরে ওগো যাত্রিগণ,
চেয়ে দেখ বিশ্বাস-নয়নে।
ক্ষণেকের এই ক্লেশ তুলনা করিতে,
পারিবে কি চিরসুখ-সনে?

অস্থায়ি-জীবন-পথ আসিছে ফুরা'য়ে,
প্রবেশিব অনন্তজীবনে।
"আবার আসিব" ত্রাতা গেছেন কহিয়ে,
লয়ে যেতে হেন পাপিগণে॥

গাও গাও এখানেই জয়ধ্বনি করে,
প্রভু যীশু রাজা আমাদের।
তিনিই যে ত্রাণরবি অনন্ত আলোক,
সত্য পথ সুখ-জীবনের ॥

আমরা তাঁহার(ই) শিশু, উজল নগরে,
আমাদের প্রকৃত আলয়।
যদিও বিদেশে দূরে র'য়েছি এখন,
তবু নহি একা নিরাশ্রয় ॥

প্রভুর পবিত্র স্নেহ অতল গভীর,
সীমাহীন বারিধি যেমন।
ভাসিয়া চলেছি সেই নিরমল স্রোতে,
ধীরে ধীরে পিতার ভবন ॥

একটি একটি করি' দিন চলে যায়,
মনে হয় আসিছে সে দিন।
যেই দিন উত্তরিব সুখময় কূলে,
জগতের মলিনতাহীন ॥

"আবার আসিব" এই অমৃত বচন,
হৃদে রাখি গাও যীশু নাম।
অধীর হৃদয় শত এখনি লভিবে,
এভবেই যীশুতে বিরাম॥

যথেষ্ট করুণা তাঁর আছে মম তরে,
এই যদি ভাব একবার।
দূরে যাবে অধীরতা, আসিবে বিরাম,
দূরে যা'বে মনের আঁধার॥

"আবার আসিব" এই আশ্বাস বচন,
আছে হেথা আমাদের তরে।
ধন্যবাদ করি তাই যীশু দয়াময়ে,
বার বার কৃতজ্ঞ অন্তরে॥

"আবার আসিব" আহা! ধন্য এ বচন,
ত্রাতা মম গেছেন কহিয়ে।
শান্তির প্রবাহ এই দুটি কথা ল'য়ে,
কত প্রাণে গিয়াছে বহিয়ে॥

জীবনোৎস।

"Whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst; but the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up unto everlasting life. John, iv. 14.

আছে অতি দূরে,
জীবন-উন্নুই এক, উজল নগরে।
নিরমল জলে তা'র,
রজত কিরণ ধার,
বিতরে আলোক যেন শত রবিকরে।
স্বর্গীয় সে উজলতা থাকে চিরতরে॥

প্রবাহ তাহার,
যীশুর চরণ ধু'য়ে যায় অনিবার।
ত্বরিতে যাইছে চলে,
শুধু সে চরণ-তলে,
ক্ষণেক চঞ্চল গতি থামিছে তাহার।
একান্ত বাসনা যেন সেথা থাকিবার॥

তটিনীর তীরে,
প্রহরী দূতেরা সবে শ্বেত বাস পরে।
ভ্রমিতেছে দলে দলে,
উজল তারকাভালে,
লিখিছে জীবনময় জ্বলন্ত আখরে।
"এস যা'রা পরিশ্রান্ত সংসার-সমরে॥"

বারেক যে জন,
দূর হ'তে এ উন্নই করি' নিরীক্ষণ।
তাপিত হৃদয় ল'য়ে,
যীশুর চরণ–ছায়ে,
কহে আসি "শুন, পিতঃ, পাতকিজীবন,
"নিরাশ্রয় অনুতাপী পাপীর রোদন॥

"শ্রান্ত হীনবল,
"মাগিছে চরণে তব জীবনের জল।
"যা'তে প্রভো চিরতরে,
"যায় এ পিপাসা দূরে,
"পান করি' জীবনের বারি নিরমল।
"তাপিত অবশ প্রাণ হইবে শীতল॥
দূর হ'তে,
"মধুর কল্লোলধ্বনি পেয়েছি শুনিতে।
"জীবন-তটিনী'পরে,
"নাচিয়া পুলক ভরে,
"কহিছে উরমি রাশি আপন মনেতে।
'এস এ শীতল ছায়ে বিরাম লভিতে॥'
"প্রভো হে আমার,
"তুমিই সকলি মম নাহি গতি আর।
"কহিতেছি কায়মনে,
রাখ মোরে ও চরণে,"
এসব যে মন হ'তে কহে একবার।
ডাকেন তখনি তা'রে করুণা-আধার॥

বারেক জীবন-জল চেয়েছ যখন,
ফিরিবে না তৃষিত অন্তরে।
এসেছ আকুল প্রাণে বিরামের তরে,
সে বিরাম মিলিবে অচিরে॥

"যে কেহ বাসনা করে করিবারে পান,
"আমি দিব যে জল তাহারে।
"দূরে যাবে অধীরতা, হইবে না আর,
"পিপাসিত চিরদিন-তরে॥

"সে জল তাপিত প্রাণ করিবে শীতল,
"দিন দিন শান্তি সুগভীর।
"মরুময় শুষ্ক প্রাণ করিবে শীতল,
চিরস্থায়ী করুণার নীর॥"

উথলিবে শান্তিসুখ দুখের জগতে,
স্নেহ-হস্ত হেরিবে তখন।
হেরিবে বিপদ হ'তে পিতা তোমাদের,
করিছেন যতনে রক্ষণ॥

"জাননা কি চির-স্নেহে তোমাদের তরে,
"পরিপূর্ণ আছে এ হৃদয় ?
"আমাতে বিশ্বাসী যা'রা তাহাদের তরে,
অবারিত পিতার আলয়॥"

দিতেছি আমার শান্তি, শান্তি অনুপম,
তোমাদের, মম শিশুগণ।
জগত যেমন দেয় নহে তার সম,
অলীক সে নিশার স্বপন॥

দিওনা হইতে আর তোমাদের মন,
অধীর ও ব্যাকুলতাময়।
ত্যজিব না তোমাদের সান্ত্বনা-বিহীন,
সাথে আছি সকল সময়॥

জীবন-উৎসের তীরে কর আসি পান,
জীবনের বারি নিরমল।
পিপাসা-পীড়িত প্রাণ আবার উঠিবে,
পুনরায় পা'বে নববল॥

যখন সময় তব আসিবে, সহসা
খুলে যাবে সম্মুখে তোমার।
খুলে যা'বে চিরস্থায়ি-জীবনের পথ,
স্বরগের উজল দুয়ার॥

দলে দলে দূতগণ আসিবে নামিয়া,
উজলিবে রবির কিরণ।
গাহিতে গাহিতে ল'য়ে যাইবে তোমারে,
"শেষ হ'ল দুখের জীবন॥"

শিশুদিগের গান।

চরণ সমীপে তব আসিয়াছি চির তরে।
তব ক্ষুদ্র মেষগণে দিওনা ভ্রমিতে দূরে॥

গহন সংসার বনে,
আমাদের একসনে,
রাখহে সম্মুখে তব স্নেহের প্রাচীরে ঘিরে।
আমরা তোমারি, তাই এসেছি সাহস করে॥

শুনেছি লোকেরা বলে,
সুনীল আকাশ তলে,
নাহিক অসীম সুখ, সকলি দু'দিন তরে।
"দুখের জগত ইহা" কহে তা'রা বারে বারে

জানিনা কেন যে সবে,
আলোকপূরিত ভবে,
থাকিতে চাহেনা কেহ কেন প্রভো ঘৃণা করে।
এত যে পাখীর গান উজল জগত' পরে ॥

ওহে যীশু দয়াময়,
আমাদের চিরাশ্রয়,
দিওনা ডুবিতে কভু সীমাহীন অন্ধকারে।
তুমিই আশ্রয়-গিরি, রহিব তোমারে ধরে ॥

যেমতি হে পুরাকালে,
শিশুগণ দলে দলে,
ছুটিয়া আসিত সবে লইতে হরষ-ভরে।
তোমার স্নেহের হাত তাহাদের শিরোপরে ॥

তেমতি হে একসনে,
আসিয়াছি ও চরণে,
আশিস্ কর হে, পিতঃ আমাদের কোলে করে।
চিরদিন সুখী হ'ব বিশ্বাস নয়নে হেরে ॥

"চাহিলে পাইবে।"

"Ask, and ye shall receive,, that your joy may be full.'
JOHN,.xvi. 24.

অবারিত স্বর্গদ্বার আমার তরেতে,
আমি আর নহি যে আমার।
ধুয়েছেন পুণ্যময় পুণ্য রুধিরেতে,
অনুগ্রহ করিয়ে অপার॥

বিনামূল্যে পরিত্রাণ করেছি গ্রহণ,
যীশুরক্তে ক্রীত এহৃদয়।
জীবনের ত্রাণ-রবি উদিত এখন,
দূরে গেছে আঁধার সংশয়॥

" চাহিলে পাইবে, "—এই নূতন নিয়ম,
প্রচারিত হয়েছে জগতে।
যীশুর স্নেহের স্বর, দয়া অনুপম,
শুনিয়াই এসেছি ত্বরিতে॥

আপন যাথার্থ্যে নহে, তোমারি দয়ায়,
দয়াময়, ভরসা রাখিয়ে।
সকল যোগ্যতাহীন, আমি পাপময়,
আসিয়াছি সাহস করিয়ে॥

দারুণ যাতনা ভোগ, অপাপ শরীরে,
করিয়াছ প্রভো হে আমার।
মৃত্যুর দংশন এবে গিয়াছে সুদূরে,
মৃত্যু নাহি মম তরে আর॥

ডাকিবেন যীশু যবে, যাইব চলিয়ে,
ভুলে যা'ব জগত সংসার।
ভুলিব সকলি, শুধু থাকিবে হৃদয়ে,
যীশু-নাম আনন্দ অপার॥

স্বর্গের প্রসূন।

To my first god-child.

মাঝে মাঝে অন্য মনে,
চাহিয়া আকাশ-পানে,
কি দেখিস্ বল্ না আমায়।
খেলাধূলা ফেলে রাখি,
কেন ও উজল আঁখি,
শূন্যমার্গে ছুঠে ছুটে যায়?

খুলে কি স্বরগদ্বার,
অথবা কি ছায়া তার,
পড়ে তোর বিমল জীবনে?
উজল নয়নে তোর,
কি যেন ঘুমের ঘোর,
আত্মহারা যেন কি স্বপনে॥

তোদের প্রাণের কথা
তোদের জীবন-গাথা,
　　আমাসম পাপী যেই জন।
জানিবে বা সে কেমনে,
পবিত্র ও শিশু-প্রাণে,
　　সরলতা খেলিছে কেমন॥

হয়ত ধরণী-মাঝে,
দূতেরা আপন কাযে,—
　　আসে যবে হরষে নামিয়া।
তাদের মহিমাগান,
শোনে কি তোদের কাণ,
　　তাই আঁখি উঠে উজলিয়া?

পবিত্র ও আঁখি হেরে,
দাঁড়ায় স্নেহের ভরে,
　　হেরিতে ও বিমল মু'খানি।
মধুর বীণার তানে,
বুঝি তোর কাণে কাণে,
　　কহে যায় স্বর্গের কাহিনী?

ডাকি যবে নাম ধরে,
কত যে আদর করে,
মন তোর থাকে কোন্ খানে ?
আঁখি দুটি দূরে দূরে,
কি খোঁজে অমন করে ?
হাসি মুখ তোলা ঊর্দ্ধপানে ॥

যখন খেলনা ল'য়ে,
হেসে হেসে কথা ক'য়ে,
খেলা কর আদরের ধন।
মনে হয় ক্ষণতরে,
স্নেহের পুতলি ওরে,
আমার (ই) এ প্রফুল্ল রতন ॥

কিন্তু যবে সব ভুলে,
উজল নয়ন তুলে.
চেয়ে থাক আকাশের পানে।
বার বার মনে হয়,
আমার কখনো নয়,
আনিয়াছে এরে দূতগণে ॥

এও বুঝি ধরামাঝে,
আসিয়াছে কোন কাযে,—
রেখে গেছে হেথা দূতগণ।
কোন্ দিন যাবে চলে,
পিতার স্নেহের কোলে,
যবে কায হ'বে সম্পূরণ॥

দেখ বুঝি এক মনে,
হেরিবারে সঙ্গিগণে,
বার বার আকাশ সুনীল?
ওদের হৃদয় সনে,
ক্ষুদ্র এই শিশুপ্রাণে,
তাই এত সুপবিত্র মিল॥

স্নেহের পুতলি মম,
পবিত্র প্রসূনসম,
ফুটে থাক যীশুর চরণে।
তাঁহারি পবিত্র বুকে,
রাখিবেন চিরসুখে,
তাঁহারি এ উজল রতনে॥

স্বর্গ।

(বাসনা।)

"These are they which came out of great tribulation, and have washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb." Rev. vii. 14.

সাঁঝের গগণপানে, চেয়ে চেয়ে আনমনে,
ভাবি আমি ভবন আমার।
তারকা ফুটিয়া উঠে, স্বরগের দ্বার টুটে,
ঝরে যেন আলোক-আসার॥

অতি দূর দূরান্তরে, অপার্থিব সুখস্বরে,
একতানে যথা দূতগণ।
ঝঙ্কারি অগণ্য বীণা, গাহে যত স্বর্গসেনা,
"জয়, জয়, ফুরায়েছে রণ॥

"অসার মানব তরে, নামিয়া জগত'পরে,
"মহাত্রাণ করেছ সাধন।
"সকলি সমাপ্ত এবে, রণজয়ী মোরা সবে,
"ধন্য, ধন্য, পাপীর রতন॥"

যীশুর শোনিতস্রোতে, কত লোক প্রক্ষালিতে.
পাপজীর্ণ মলিন বসন।
আসিছে আহূত শত, স্নেহ উৎস অবারিত.
অবারিত পিতার ভবন॥

জিনিয়া রবির করে, উজল বসন পরে,
নমিতেছে পিতার চরণে।
মুছায়ে নয়নজল, হৃদয়ে নূতন বল,
দিতেছেন পিতা সযতনে॥

গাহিতে গাহিতে গান, ঝঙ্কারি বীণায় তান,
কত দূত আসিছে নামিয়ে।
যীশুর আদেশমতে, উজল তারকাপথে,
কত প্রাণ যাইছে লইয়ে॥

সদাই বাসনা করে,   দাঁড়ায়ে উজল দ্বারে,
হেরিতে সে সুখ-নিকেতন।
যেথায় অযুত লোক,   ভুলে গেছে অশ্রুশোক,
ভুলে গেছে সংসার-স্বপন॥

প্রভু তব ইচ্ছা মতে,   আমারে উজল পথে,
ল'য়ে যেও হইলে সময়।
সংসার সাগর'পরে,   থাক শুধু হাত ধরে,
হও মম অটল আশ্রয়॥

সাঁঝের গগণপানে,   চেয়ে চেয়ে আনমনে,
হেরে যদি তারার আলোক।
আসে এ বাসনা পুনঃ,   প্রাণ খুলে কহি যেন,
প্রভো, তব ইচ্ছামত হ'ক॥

চির স্নেহের ভগিনী আমার

(শুভ জন্মদিন উপলক্ষে।)

সারাদিন আহা, হাসিরাশি মাঝে,

স্বপনের প্রায় গিয়াছে সুখে।

সারাদিন আজি, সুখের বিজলী

খেলেছিল ওই সরল মুখে!

আজি শুভদিনে, স্নেহের ভগিনি,

প্রিয় পরিজন আদর করে।

নানাবিধ কত, ফুলরাশি এনে,

ফুলরাণী তা'রা করেছে তোরে॥

কত লোকে আজি, কত সাধ করে,
নব উপহার যতনে এনে।
দিয়েছিল তোরে, হরষের ভরে,
দুঁখছায়াহীন এ শুভদিনে॥

চলে গেছে এবে দিবসের আলো,
তা'রি সাথে সব চলিয়ে গেছে।
হাসি খেলা যত, সারা দিবসের,
একে একে তা'ও নিবিয়ে গেছে।

শ্রান্ত দেহখানি পড়িছে এলা'য়ে,
ঘুমে আঁখি দুটি মুদিয়া আ'সে।
তবুও মধুর কমল-আননে,
মধুর হাসিটি এখন (ও) ভাসে॥

উপহার তো'রে সকলে দিয়াছে,
বাকি আছে শুধু আশিস্ মম।
নিশীথ-আঁধারে, নীরব ভাষায়,
ঢেলে দিই শুভ্র কুসুমসম॥

মনোনীত এই সময় আমারি,

লও এইবার স্নেহের বোন্।

চির আশীর্ব্বাদ, ভগিনীর স্নেহ,

যাহে পরিপূর্ণ সদা এ মন ॥

নূতন বরষে আরোহণ করে,

আবার এদিন আসিবে ফিরে।

আবার যখন, সকলে মিলিয়ে,

আদরে যতনে সাজা'বে তোরে ॥

হয়ত তখন, সে সাজ দেখিতে,

থাকিব না আর ধরণীমাঝে।

হয়ত আমার চির-আশীর্ব্বাদ,

নীহারে মিশিয়া পড়িবে সাঁঝে ॥

জানিবে না তুমি, নীরব নিশীথে,

কা'র স্নেহাশিস্ পড়িছে ঝরে।

জানিবে না ওই তারাটি হইতে,

স্নেহের নয়নে কে দেখে তোরে ॥

তবুও কেমন, যাতনা পাইলে,
সাঁঝের নীহার আনিবে সুখ।
তবুও কেমন, তারাটি হেরিলে,
অজ্ঞাতে উজলি উঠিবে মুখ॥

সামান্য এই যে উপহারখানি,
অতীত স্মৃতির লহরী তুলে।
তখন কি তো'রে স্মরণ করা'বে,
উজল নগরে যে গেছে চলে?

অসীম আনন্দ, উৎসবের মাঝে,
মাতিবে সকলে নূতন সুখে।
অজানত এক বিষাদের ছায়া,
পড়িবে কি তো'র সরল মুখে?

আনমনে যবে, আঁখি-তারা তোর,
ভ্রমিবে গগণ-তারকা পাশে।
হেরিব হরষে, গভীর আঁধারে,
উজলে উজল কেমনে মিশে॥

তারকা হইতে, হেরিব নীরবে,
ধরণীর এক পবিত্র তারা।
চাহিয়া আঁধার আকাশের পানে,
পূজে পরমেশে আপনা হারা॥

হেরিব তখন, পিতার আশিস্,
ত্রিভুবনে নাহি তুলনা যা'র।
মাথার উপরে, পড়িয়া অমনি,
হ'তেছে অপূর্ব্ব নীহার-হার॥

মাথার উপর, অগণ্য তারকা,
গভীর আঁধার ধরনী'পরে।
আঁধার জগতে, পিতার আশিস্,
তারকার সম ঘেরিছে তোরে॥

চির আদরের, স্নেহময়ি বোন্,
থাকিও অটল সত্যের পথে।
দয়াময় যীশু, চিরালোক যিনি,
থাকিবেন সদা তোমার সাথে॥

সুখ-রবি-করে স্নাত হয়ে যেন,
দিনগুলি তোর নীরবে কাটে।
ক্ষুদ্র জীবনের সরসী-উরসে,
সুখ-শতদল যেনরে ফুটে। *

স্নেহের ভগিনি, স্নেহেতে সাজা'য়ে,
যতদিন বাঁচি রাখিব তোরে।
উজল উজল তারকার জ্যোতি,
জ্বলিবে এ প্রাণে ও মুখ হেরে।

ভগিনীর প্রতি।

(জন্মদিন উপলক্ষে।)

যেমতি গো নিমিষেতে,
সুদূর আকাশ হ'তে,
তারাটি আঁধার রাতে,
পড়ে গো খসিয়া।

আজিকে তেমনি করে,
ঊষার আলোক হেরে,
প্রাণ মম বহুদূরে,
গিয়াছে চলিয়া॥

যথায় নিদ্রার কোলে,
অবশ মাথাটি ফেলে,
ঘুমায় জগতে ভুলে,
ভগিনী আমার।

ক্ষীণতর উষালোকে,
দেখিনু মানস-চোখে,
স্নেহময়ী প্রতিমাকে,
স্নেহের আধার।

প্রভাতী চাঁদের হাসি,
মলিন জোছনারাশি,
বাতায়ন পাশে পশি.
পড়েছে আননে।

পবিত্র রতনপ্রায়,
দুই বিন্দু অশ্রু হায়,
আনমনে বহে যায়,
নয়নের কোণে।

মানস-নয়নে হেরে,
ঘুমন্ত আনন, পরে
সাজাই গো ধীরে ধীরে,
চির স্নেহ-ফুলে।

স্নেহের জোছনা দিয়ে,
এ শুভ কামনা ধুয়ে,
আশে পাশে ছড়াইয়ে,
যাই আমি চলে।

আজি তব জন্মদিনে,
মিশিয়াছে দু'টি প্রাণে,
ধরণীর এক কোণে,
যদিও রয়েছে।

তবুও কিসের তরে,
কিসের অভাব হেরে,
প্রাণ মম বারে বারে,
কাহারে ভাবিছে।

চির স্নেহময়ি বোন্,
স্নেহ-মাখা ও আনন,
সংসার যাতনা যেন,
মলিন না করে।

শান্ত স্থির আঁখিদ্বয়,
শুভ্র উষালোকময়,
করিবেন দয়াময়,
চিরদিন তরে॥

আজি বহুদূর হ'তে,
স্নেহ-অশ্রুমালা গেঁথে,
লিপিসনে যতনেতে,
দিতেছি তোমারে।

কি আছে আমার ভাই,
প্রাণভরে স্নেহ দিই,
ইহা কি যতনে ঠাঁই,
পা'বে ও অন্তরে?

প্রাণের আনন্দ তুমি,
অসার জগতে ভ্রমি,
ও আনন হেরে আমি,
বিরাম লভিব।

বাঁচিব গো যতদিন,
ও আনন মেঘহীন,
চির স্নেহে চিরদিন.
ঢাকিয়া রাখিব॥

দাও ছেড়ে দাও।

"Blessed are the dead which die in the Lord." Rev 13.

(গৃহগমনোন্মুখ প্রবাসীর বিদায় প্রার্থনা।)

দাও ছেড়ে দাও—
পাইবে অসীম শান্তি উর্দ্ধপানে চাও।
খুলিছে স্বরগদ্বার, সুমধুর ধ্বনি তার,
দূর হ'তে ধীরে ধীরে পশিছে শ্রবণে।
মগন র'য়েছি যেন কি সুখ-স্বপনে॥

দাও ছেড়ে দাও,
প্রভুতে প্রকৃত সুখী চিরদিন হও।
কেন এত অশ্রুজল, বহিতেছে অবিরল,
এতো নহে ক্লেশময় বিদেশভ্রমণ।
যেতেছি বিদেশ হ'তে পিতার ভবন॥